যুগান্তর

তারিখ 13 MAR 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মেধাবী ছাত্রের প্রয়োজনীয় পরামর্শ

● এসএসসি পরীক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিচ্ছে মোঃ মাহবুব হোসেন সুমন, ঢাকা বোর্ডে এইচএসসি ২০০২ পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকারী, কুমিল্লা বোর্ডে এসএসসি-২০০০ পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকারী

সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা শুভেচ্ছা রইল। তোমাদের সামনে ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে গড়ে তোলার প্রথম ধাপ এসএসসি পরীক্ষা। জীবনের প্রথম পাবলিক পরীক্ষা। এই তো সামনে ২৭ মার্চ থেকে পরীক্ষা আরম্ভ। আশা করি তোমাদের প্রস্তুতি শতকরা ৯৫ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে। বাকি ৫ ভাগ শুধু গাইডলাইন আর আত্মবিশ্বাস।

প্রথমেই তোমাদের উত্তরপত্র সাজানোর পরামর্শ এবং পরে বিষয়ভিত্তিক পরামর্শ। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেয়ার অর্থাৎ পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার ১০-১৫ মিনিট পূর্বে উত্তরপত্র দেয়া হবে। সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে উত্তরপত্রের ওপরের OMR পূরণ করবে। মনে রাখবে, সামান্য ভুলের জন্য অসামান্য ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে রোল ও রেজিস্ট্রেশন এবং বিষয় কোড। সম্ভব হলে পরীক্ষার আগের রাতে নমুনা OMR ফরম সংগ্রহ ও তা কয়েকবার দেখে দেখে পূরণ করবে। তারপর দেখবে উত্তরপত্রের ভেতরের প্রথম পৃষ্ঠায় তারিখ ও বিষয়ের নাম এবং এর পর থেকেই তোমাকে প্রশ্নোত্তর শুরু করতে হবে। উত্তরপত্রের নিচে ও ডান দিকে মার্জিন/স্কেল রাখবে না। বাম দিকে এক স্কেল (১ ইঞ্চি) ও উত্তরপত্রের ওপরে সোয়া স্কেল (১.২৫ ইঞ্চি) রেখে অবশ্যই মার্জিন করতে হবে। মার্জিন ছাড়া উত্তরপত্র নাম ছাড়া ব্যক্তির ন্যায়। স্কেলের ওপরে লিখতে হবে '১নং প্রশ্নের উত্তর (ক), (অথবা) আর যদি বিষয়টি হয় ইংরেজি তবে ইংরেজিতে লিখতে হবে Answar to the Ques. No-01 (a), or. কোন প্রশ্নের অথবা উত্তর করলে অবশ্যই 'অথবা' বা 'or' লিখতে হবে। উত্তরপত্রে বোর্ডের নিয়ম মোতাবেক পৃষ্ঠা নম্বর দিতে হয়। আর উত্তরপত্রের ডান পৃষ্ঠায় নিচে অবশ্যই লিখতে হবে PTO (Please Turn Over) বা অ. পৃ. দ্র. (অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। মূল উত্তরপত্র লেখার পর অতিরিক্ত উত্তরপত্র নিলে তার নম্বর অবশ্যই মূল উত্তরপত্রের 'অতিরিক্ত খাতার নম্বর' কলামে উল্লেখ করতে হবে। অন্যথায় অতিরিক্ত উত্তরপত্র হারিয়ে গেলে শিক্ষাবোর্ড জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে না। পরীক্ষার উত্তরপত্রের সাধারণ লেখায় কালো বল পয়েন্ট কলম ব্যবহার করতে হবে। তবে পয়েন্টের নাম নীল কালিতে এবং চিত্রে পেন্সিল ব্যবহার করা যেতে পারে। পয়েন্টের নিচে আন্ডারলাইন করতে হবে। উক্তি (Quotation) অবশ্যই নীল কালিতে লিখতে হবে। প্রতি পৃষ্ঠায় সর্বনিম্ন ১৫ এবং সর্বোচ্চ ১৮ লাইন লিখতে হবে। হাতের লেখা খুব ছোট বা বড় হওয়া চলবে না। সুন্দর হাতের লেখা একটি প্লাস পয়েন্ট। তবে হাতের লেখা সুন্দর হোক আর অসুন্দর হোক স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। এবার পরীক্ষার আগের রাতের করণীয় প্রসঙ্গে আসা যাক– পরীক্ষার অন্তত তিনদিন আগে সকল প্রকার প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়া চাই। প্রবেশপত্র এবং রেজিস্ট্রেশন কার্ড লেমিনেটিং ও কয়েক সেট ফটোকপি করে রাখতে হবে। হাতের লেখার Speed বা গতি বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। আর তাই ঘাফ ডজন কালো কলম ও কোয়ার্টার ডজন নীল কলম Running (চালু) করে রাখতে হবে। জ্যামিতি বক্স ও স্কেল সংগ্রহে থাকা চাই। পরীক্ষার আগের রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যাওয়া দরকার। কোন রকম টেনশন করা চলবে না। সব সময়, পরীক্ষার সময় তো বটেই প্রার্থনা বা ইবাদত পালন জরুরি। ইবাদত সকল প্রকার টেনশন দূরীভূত করে মনে প্রশান্তি আনে, দেহে আনে উদ্যম। পরীক্ষার আগের দিন কেন্দ্রে গিয়ে সশরীরে আসনবিন্যাস জেনে নেয়া বাঞ্ছনীয়। প্রথম দিন অন্তত ৪০-৪৫ মিনিট পূর্বেই কেন্দ্রে যাওয়া বাঞ্ছনীয়। পরীক্ষা দেয়ার পর প্রশ্নপত্র নিয়ে মাতামাতি না করে পরবর্তী বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পাওয়ার পর মনে মনে স্থির করতে হবে, কোন কোন প্রশ্নের উত্তর করা যায়। এবং প্রতিটি প্রশ্ন দেয়ার পর পেন্সিল দিয়ে মার্ক করতে হবে। যে কোন মূল্যে ১০০% প্রশ্নোত্তর করে আসতে হবে। নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষায় যে প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা আছে, সেগুলো আগে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বৃত্ত ভরাট করা উচিত। তারপর আস্তে-ধীরে অজানা প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হবে। এ ক্ষেত্রেও ১০০% বৃত্ত ভরাট জরুরি।